দৈনিক খবর ৫৪

তারিখ ... 10 DEC 1989
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫

রাষ্ট্রপতি এরশাদ শনিবার ৯ই ডিসেম্বর ঢাকায় তিন দিনব্যাপী 'সবার জন্য শিক্ষা' বিষয়ক দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া সম্মেলন উদ্বোধন করেন

'সবার জন্য শিক্ষা'ঃ আঞ্চলিক সম্মেলন উদ্বোধন

সার্বজনীন শিক্ষালাভের মাধ্যমেই সমৃদ্ধি আসতে পারেঃ এরশাদ

রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেছেন, উন্নয়নশীল দেশসমূহের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের আশা-আকংখা ব্যাপক অর্থে সার্বজনীন শিক্ষালাভের মাধ্যমেই কেবল বাস্তবায়িত হতে পারে।

বাসস জানায়, রাষ্ট্রপতি এরশাদ গতকাল শনিবার ঢাকায় 'সবার জন্য শিক্ষা' সংক্রান্ত তিন মাসব্যাপী দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার সম্মেলন উদ্বোধনকালে একথা বলেন। রাষ্ট্রপতি তাঁর আস্থা প্রকাশ করে বলেন যে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও জাতিসংঘ নিরক্ষরতা দূরীকরণে এবং সারা বিশ্বে শিক্ষা বিস্তারের জন্য দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে আসছে। তিনি বলেন, এসব আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের যদি বাস্তবায়ন ঘটে তাহলে আমাদের বিশ্ব অবশ্যই আস্থা ও গর্ব নিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করবে। তিনি বলেন, সে হিসেবে আগামী শতাব্দী হবে সার্বজনীন শিক্ষা, ন্যায় বিচার ও সমৃদ্ধির একটি শতাব্দী। যেখানে শিক্ষা নেই সেখানে ন্যায় বিচার নেই। যেখানে অজ্ঞতা বিরাজ করে সেখানে অন্যায় বাসা বাঁধে এবং অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি স্বপ্নে পরিণত হয়।

আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (আইসিসি) অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী ... হেদায়েত আহমেদ, ইউনিসেফ-এর কর্মসূচী বিভাগের পরিচালক ডঃ নায়ি নায়ি, সবার জন্য শিক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আন্তঃসংস্থা কমিশনের নির্বাহী সচিব ওয়াদি ডি,

শেষ পৃষ্ঠায় ১ম কলামে

৫৯

সার্বজনীন শিক্ষালাভের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হাদ্দাদ এবং প্যারিসস্থ ইউনেস্কো সদর দপ্তরের কর্ম তৎপরতা সমনয়ের ব্যুরো পরিচালক আকিহিরো চীবা বক্তৃতা করেন। শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

ইউএনডিপি'র আন্তঃসংস্থা কমিশন, ইউনিসেফ, ইউনেস্কো ও বিশ্ব ব্যাংক বিশ্ব সম্মেলনের আয়োজন করবে। আন্তঃসংস্থা কমিশনের সহায়তায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ঢাকা সম্মেলনের আয়োজন করেছে।

উপ-রাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমেদ, প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমেদ, মন্ত্রীবর্গ, পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ, পরিকল্পনাকারী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ, অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের প্রতিনিধি এবং কূটনৈতিক মিশনের সদস্যরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন, স্বাক্ষরতা ও মৌলিক শিক্ষা অর্জনের জন্য বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার একটি বাস্তব সম্মত সংমিশ্রনের প্রচেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, সাক্ষরতা ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য আমরা সমাজ, সরকার ও বেসরকারী সংগঠনের সমগ্র সম্পদের সমাবেশ করছি। রাষ্ট্রপতি বলেন, প্রাকৃতিক সম্পদের ফুরিয়ে যাওয়া, অনিয়ন্ত্রিত মুদ্রাস্ফীতি, ব্যাপক বেকারত্ব এবং সমরাস্ত্র খাতে বিপুল ব্যয়ের আলোকে অনুন্নত দেশগুলোই যে শুধু তাদের শিক্ষা নীতি পর্যালোচনা করছে তা নয় বরং শিল্প ও প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত দেশগুলো ও তাদের শিক্ষা নীতি নতুন করে ঢালাওভাবে সাজাচ্ছে। তিনি বলেন, এদিকে কম উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো একটি নতুন ও ন্যায়বিচারপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে তাকিয়ে আছে। রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন, আমরা দক্ষিণ ও মধ্যে এশিয়ার দেশগুলো সফরের জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে নতুন করে আর্ন্তজাতিক উদ্যোগে স্বতঃ স্ফূর্তভাবে শরীক হয়েছি। তিনি বলেন, আমাদের জীবদ্দশায় আমরা ধনী ও উন্নত দেশের সহায়তায় সাক্ষরতা ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে সমগ্র বিশ্বের সম্পদ সমাবেশ করতে পারি। তিনি বলেন, এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, পৃথিবীতে আজও ১শ' কোটি লোক লিখতে অথবা পড়তে জানে না এবং কয়েক কোটি শিশু স্কুলে যাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং তাদের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। তিনি বলেন, শুধু বাংলাদেশেই দুই তৃতীয়াংশে শিশু যাদের স্কুলে যাবার কথা তারা মাঠে কাজ করে, শহরের বস্তিতে থাকে। আর তাদের অধিকাংশই দারিদ্র্যসীমার নীচের বাস করে। তিনি বলেন, জ্ঞান ও অজ্ঞানতার এবং দক্ষতা ও অদক্ষতার যে নিষ্ঠুর বৈসাদৃশ্য আমাদের ঘরে ঘরে বিরাজ করছে তা একথাই স্মরণ করে দিচ্ছে যে, সবার ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছিয়ে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি পথকলি ট্রাষ্ট গঠনের কথা উল্লেখ করেন। সরকারী বিদ্যালয় ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার প্রবেশের বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, মেয়েদের ভর্তি বৃদ্ধিও উৎসাহব্যঞ্জক। তিনি বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষিকার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্ক ১৯৯০ সালকে 'মেয়ে শিশু বর্ষ' দিবসে যে ঘোষণা দিয়েছে রাষ্ট্রপতি এরশাদ উল্লেখ করে বলেন, সদস্য দেশসমূহের জন্য তার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। রাষ্ট্রপতি বলেন, আর্ন্তজাতিক সাক্ষরতা বর্ষ-১৯৯০ এর লক্ষ্যকে সম্মান জানাতে এবং বাস্তবায়ন করতে বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তিনি তাঁর আস্থা প্রকাশ করে বলেন যে, ইএনডিপি, ইউনেস্কো ও বিশ্ব ব্যাংকের মত আর্ন্তজাতিক সংস্থাসমূহ যৌথভাবে শিশু ও বয়স্ক উভয়ের প্রাথমিক শিক্ষার মোকাবেলায় এবং মৌলিক শিক্ষা সার্ভিসের কভারেজে ও মান দ্রুত সম্প্রসারণে বাস্তব উপায় অনুসন্ধানে বিশ্বব্যাপী একটি শিক্ষা উদ্যোগ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন, সবার জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত দক্ষিণ ও মধ্যে এশীয় আঞ্চলিক সম্মেলন আমাদের সলককে এক সঙ্গে মিলিত হবার ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটি সুযোগ এনে দিয়েছে।